23-2-51

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে

চিত্র-মায়ার নিবেদন

রত্নদীপ

দেবকী বসু প্রডাকসান্স

চিত্র-মায়ার দ্বিতীয় নিবেদন

রঙদীপ

প্রযোজনা ও পরিচালনা - দেবকীকুমার বসু

সুর-যোজনায়
রবীন চট্টোপাধ্যায়

●

চলচ্চিত্রায়ণে
দেওজীভাই

●

গীত-রচনায়
(কবি) গোবিন্দ চক্রবর্তী

●

সম্পাদনায়
রবীন দাস

●

সাজ-সজ্জায়
বরেন দত্ত

●

প্রচার-পরিচালনায়
সুধীরেন্দ্র সান্যাল

শব্দানুলেখনে
নৃপেন্দ্র পাল, এম এস সি
শচীন চক্রবর্তী

●

শিল্প-নির্দেশে
সত্যেন রায়চৌধুরী

●

ব্যবস্থাপনায়
নীরদ সেন

●

আলোক সম্পাতে
জগন্নাথ, গোপাল, ভগবান
চিত্ত, রাধামোহন

●

চিত্রনাট্য গঠনে
দেবকীকুমার বসু

●

আবহ-সংগীতে
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

●

রূপ-সজ্জায়
গোষ্ঠ দাস

●

স্থির-চিত্রে
ষ্টিল ফটো সার্ভিস

●

প্রচার-সজ্জা পরিবেশনে
আর্টিষ্টস্ সার্কেল

●

পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ
আর-বি-মেহতার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীজ লিঃ

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ
[ষ্টেশন-দৃশ্যাবলী ই, আই, আর প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে]

সহযোগী কর্মীবৃন্দ

পরিচালনায় : বিজলীবরণ সেন, অমিত মৈত্র, প্রবোধ বসু, কণকবরণ সেন, হীরেন চৌধুরী, বৈদ্যনাথ রায় ও রথীন বসু

চলচ্চিত্রায়ণে : নিমাই রায়, বুলু লাড়িয়া, বীরেন ভট্টাচার্য এবং তরুণ গুপ্ত

সুর যোজনায় : উমাপতি শীল। শব্দানুলেখনে : ইন্দু অধিকারী, মানস মুখার্জী

শিল্প-নির্দেশে : অনিল পাইন ও গৌর পোদ্দার। সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী

ব্যবস্থাপনায় : বিজেন ভৌমিক

একমাত্র পরিবেশক : ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

কাহিনী

কয়েক বছর আগেকার ঘটনা।

বাঙলার কোনও এক অখ্যাত রেলষ্টেশনের এ্যাসিসটেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার রাখাল ভট্টাচার্য পিতৃহীন দুঃস্থ যুবক।

স্ত্রী লীলাবতীকে, নিজ গ্রাম ময়নামতী থেকে কর্মস্থলে নিয়ে আসবার জন্যে মিথ্যা অসুস্থতার নজির দেখিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে··গ্রামে গিয়ে শোনে স্ত্রী লীলাবতী নিরুদ্দিষ্টা।

মনস্তাপে ফিরে আসে কর্মস্থানে। এসে শোনে, মিথ্যা অজুহাতে ছুটি নেওয়ার খবরটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ায়, কর্মচ্যুতির আদেশ এসেছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে··দুদিন বাদে, চাকুরী যাবে তার।

এমন সময় ঘটে রাখালের জীবনে আশ্চর্য ভাগ্যবিপর্যয়! সেদিন তার ষ্টেশন ডিউটির শেষরাত্রি। পশ্চিম ফেরৎ এক ট্রেনের কামরায় পাওয়া গেল সন্ন্যাসীর বেশধারী এক সৌম্যদর্শন যুবকের মৃতদেহ। আর পাওয়া গেল তার স্বলিখিত দুখণ্ড আত্মজীবনী। তা থেকে জানা যায়, বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট সে বাগুলীপাড়ার জমিদারপুত্র। ঘরে তার যুবতী স্ত্রী ও মা—সে বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

নির্বাক বিস্ময়ে সকলে লক্ষ্য কোরল: রাখালের সঙ্গে এই মৃত সন্ন্যাসীর চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য! রাখাল নিজেও আশ্চর্য হ'য়ে গেল দুজনের আকৃতির হুবহু মিল দেখে!

ভাগ্যবিক্ষুব্ধ রাখালের জীবনে, এ যেন বিধি প্রেরিত ভাগ্যবিবর্তনের ইংগিত। আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মত্ত নেশায় রাখাল ঝাঁপ দিল রোমাঞ্চকর জীবনে। সন্ন্যাসীর দু'খণ্ড আত্মচরিত ও ডায়েরী থেকে সে তার জীবনের সমস্ত বিবরণ পাঠ ক'রে ঘটনাগুলিকে রাখাল নিজের জীবনের ঘটনার মত জাগ্রত ক'রে তুল্লো।

ছদ্মবেশে বাগুলীপাড়ায় গিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে সে সব সন্ধান নিল, যা কিছু দেখবার সব দেখে এলো। তারপর সে কাশী ফিরে গেল এবং একদিন ভবেন্দ্রের স্বর্গীয় পিতার নামে একখানা চিঠি লিখে জানাল যে, সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে ভবেন্দ্র আবার সংসারে ফিরে যেতে চায়।

কিন্তু রাখাল ছাড়া আরও একজনের দৃষ্টি প'ড়েছিল বাগুলীপাড়ার এই রাজ-ঐশ্বর্যের ওপর। সে অপরিণামদর্শী ও এককালে অবস্থাপন্ন যুবক খগেন্দ্রনাথ এবং কনকলতা নামে এক যুবতী অভিনেত্রী। খগেন যখন ধনী ছিল, কনক নানাভাবে তার কাছে অনেক কিছুই পেয়েছে। সে-স্মৃতি কনকের মনে আজও অম্লান।

বগুলীপাড়ার জমিদার-বধূর জন্যে একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে খগেন হাজির হোল অভিনেত্রী কনকলতার কাছে। কনককে এই কাজটি নিতেই হবে। খগেন স্বপ্ন দেখছিল একসঙ্গে রাজকন্যা ও রাজত্ব লাভের। এই তো সুযোগ উপস্থিত—যদি সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়!

উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া হ'য়ে গেল। খগেন তার দাবী মেটাতে সম্মত হোল এবং যথাসময়ে বিজ্ঞাপনের উত্তরে তার দরখাস্ত পেশ হ'য়ে গেল। ভাগ্য তার সুপ্রসন্নই ব'ল্‌তে হবে। সে জমিদার-ভবনের অন্দরমহলে 'বৌরাণী'র-নবনিযুক্তা সঙ্গিনীরূপে ঠাঁই পেলো। নিজেকে তার দাদা ব'লে পরিচয় দিয়ে খগেন তাকে রেখে এলো বাশুলীপাড়ায়।

এদিকে একদিন হঠাৎ একটি যুবতী স্ত্রী ভেসে উঠলো—জমিদার বাড়ীর বাগানসংলগ্ন নদীর ঘাটে। মৃতপ্রায় মেয়েটি অনেক পরিচর্যার ফলে জীবন ফিরে পেলো। দুঃখীর প্রতি কার না দয়া হয়—

বৌরাণীর সখীরূপে সেও আশ্রয় পেল অন্দরমহলে। নিজের পরিচয় দিতে সে সঙ্কুচিত... পরিচয় জান্‌তে চাইলে সে শুধু বলে তার নাম 'সুরবালা'। আর কিছু ব'ল্‌তে সে নারাজ।

এমন সময় রাখাল এলো বাশুলীপাড়ায়। মানুষ চেনার প্রথম পরীক্ষায় সে সহজেই উত্তীর্ণ হ'ল। জমিদার বাড়ীর সকলেই তাকে স্বীকার ক'রে নিল। সন্দেহাতীত মনের সহজ অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের মধ্যে এই স্বীকৃতি তাকে দিল, পিতৃপরিত্যক্ত বিপুল জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ণতম অধিকার। কোনও বাধা কোনও সঙ্কোচের ভয় তার রইল না। না চাইতেই সবকিছু পেতে আরম্ভ কোরলো। মা দিলেন পুত্রজ্ঞানে তাঁর প্রাণঢালা স্নেহ। নিষ্কলুষ পত্নীপ্রেম ও সেবা দিয়ে নিজ স্বামী-জ্ঞানেই বৌরাণী তাকে গ্রহণ কোরলেন। কিন্তু সব নিয়েও রাখাল যেন সবটুকু দিতে পারল না।

কোথায় যেন সে উপলব্ধি কোরল একটুখানি বিবেকের দংশন। তাই একটা বিশেষ ব্রত গ্রহণের অজুহাতে, সে গোড়া থেকেই জানিয়ে দিল—ছ'মাস স্ত্রীকে স্পর্শ কোরবে না। কিন্তু এর জন্যে তাদের বাক্যালাপ বন্ধ হোল না। দেখাশোনা হ'তে লাগ্‌লো নিত্য। রাখাল নিজের অবস্থা জেনেও, প্রেমের এই অমোঘ আকর্ষণীকে প্রতিরোধ ক'রতে পারলো না। ধরা-ছোঁয়া বাঁচিয়েও পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাব থেকে হৃদয় তাদের নিষ্কৃতি পেলো না।

মনের অজ্ঞাতসারেই রাখাল তাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেল্‌লো। আর বৌরাণী—সমস্ত হৃদয় উজাড় ক'রে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ ঢেলে দেবার জন্যে সে ত'

আগাগোড়াই প্রস্তুত হ'য়ে আছে। তার কাছে এই মিথ্যা ও মর্মান্তিক ব্রতপালনের আজ কোন অর্থই হয় না।

কিন্তু রাখাল? ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি খুল্‌তে আরম্ভ কোরলো···যেন সহসা চোখের সামনে দেখ্‌তে পেলো এই হীন প্রবঞ্চনার কি ভয়াবহ পরিণাম। এই নাটকের মধ্যপথে যবনিকা ফেলে কিছু টাকা নিয়ে চটপট্‌ স'রে পড়বার চেষ্টাও সে কোরেছিল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। মুক্তির কোনও পথই আজ তার সামনে খোলা নেই।

প্রলোভনের এই অগ্নি-পরীক্ষায় রাখাল কিন্তু জয়ী হ'য়েছিল। বৌরাণীর প্রেমের মহিমায় মনের দর্পণে সে দেখ্‌তে পেলো নিজের স্বরূপ। আত্মগ্লানি ও ধিক্কারে বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো তার মন। সে নিষ্ঠুরতম আঘাত হান্‌লো নিজের ওপর। প্রেমের মর্যাদা দিতে, প্রকাশ কোরে দিল তার আত্মপরিচয়। ফলাফলের কোনও দুশ্চিন্তাই তার মনে স্থান পায় নি। রাখালের আত্মপ্রকাশের পরমুহূর্তে জানা গেল, বউরাণীর আশ্রয় পাওয়া সুরবালাই নিরুদ্দিষ্টা লীলাবতী।

খগেন্দ্রের ষড়যন্ত্র—শেষ পর্যন্ত রাখালের খাঁটি পরিচয় আবিষ্কার করবার সুযোগ সবই তার সফল হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু রাখাল তার স্বরূপ জাহির কোরে খগেনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ কোরে দিল।

অপরাধী রাখাল আজ তার চরম দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। রাখালের সত্যরূপ কনকের চোখ এড়িয়ে গেল না।

অভিনেত্রী হ'লেও সে তার নির্লোভ অন্তরের স্বার্থহীন ঔদার্য ও আত্ম-নিগ্রহের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ না হ'য়ে পারলো না।

কিন্তু বৌরাণী? এই অপ্রত্যাশিত বেদনার নির্মম আঘাতে তার এতদিনের এত সাধের স্বপ্নসৌধ এক নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল!

রাখালকে চরম শাস্তি দিতে এগিয়ে এলেন দেওয়ানজী। হাতে তার বন্দুক!

বাধা দিলেন রাণীমা·····

তিনি বল্লেন: "শাস্তিটা আমি নিজে হাতেই দেব।"

রাখালের জীবনে এই শাস্তিটাই হয়ে রইল চিরস্মরণীয়। অভিশাপ রূপ নিল আশীর্ব্বাদে।

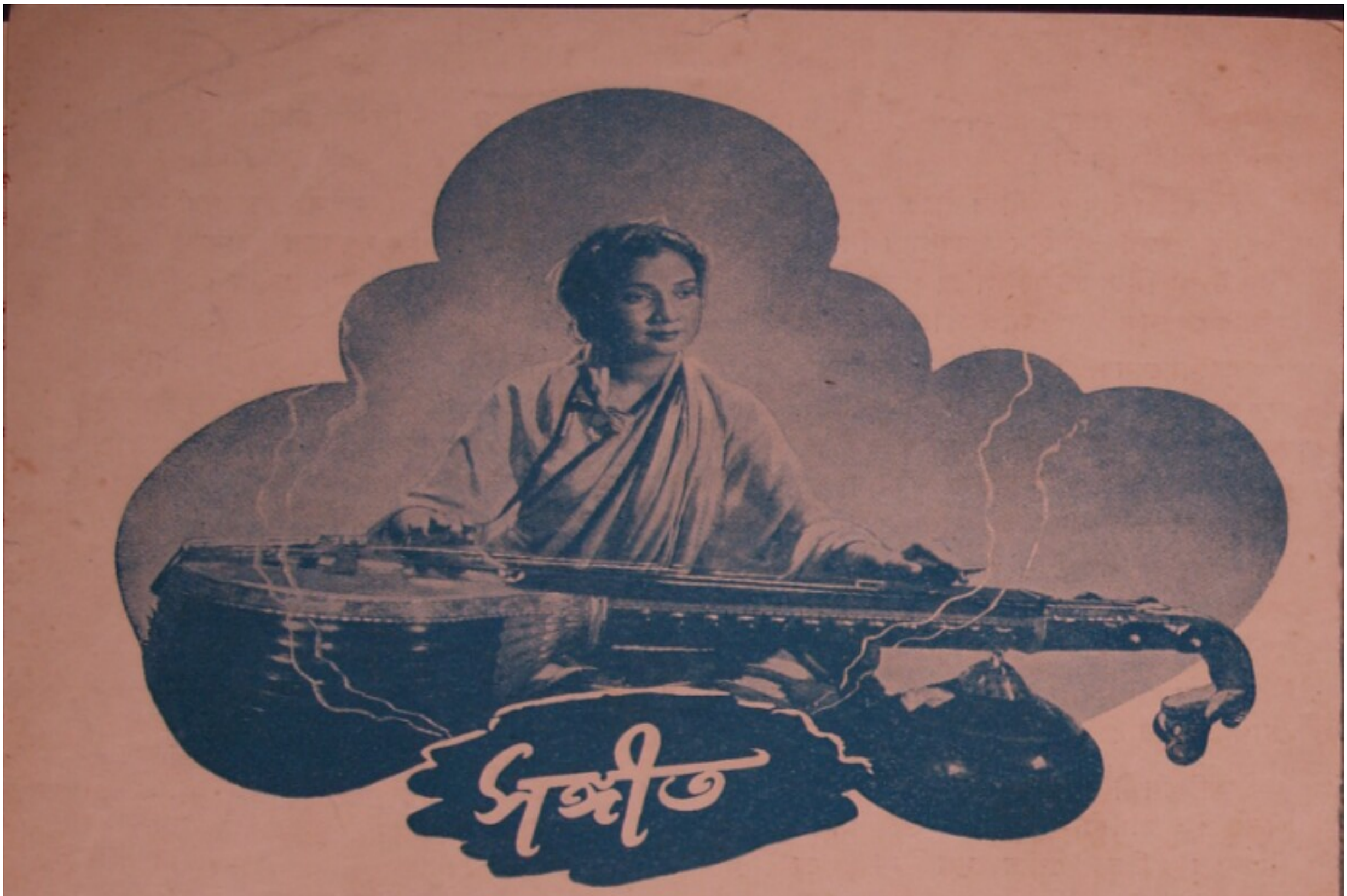

[এক]

এই মধুর মাধবী রাতি
বুঝি নাহি ভরে মধু মিলনে—
বুঝি মিছে এ বাসর-জাগা মিলন-আশায়।
বঁধুর বারতা কেহ কহে না—
কেহ যে গো কহে না,
এ বিষ বিরহ আর
সহে না গো সহে না ;
কেমনে বোঝাবো, বল, মরম কি-চায় !
ওই দখিনায় বাজে বাঁশী, ফাগুন হাসে :
পাখী গাহে ফুলবনে, ভ্রমর আসে।
ও জানি ছলনা সবি
ছলিতে আমায়।

[দুই]

আমি বনহরিণী বুঝি পেয়েছি ছাড়া—
আজি আপনার ডাকে দিই আপনি সাড়া।
অঙ্গে অঙ্গে ওঠে দখিনার হিল্লোল,
রক্তে রক্তে বাজে সাগরের কল্লোল ;
বিজলীর ঝিকিমিকি চমকায় চক্ষে
বক্ষের অঞ্চল বাঁধনহারা।
অপরূপ এ রজনী মায়া ভরা জোছনায় :
কে যেন ছায়ার সম দূর হ'তে ডাকে হায়।
উচ্ছল তনুমন তাই আর মানে না—
শত বাধাবন্ধন জানিয়াও জানে না,
শুধু ধায় অনিবার ছল ছল চঞ্চল
নৃত্যের ছন্দে পাগলপারা।

বাঙলা কথা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে যিনি স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়, হাসি ও অশ্রু যাঁহার ভিতর সৃষ্টি করিয়াছিল গঙ্গা-যমুনার ন্যায় তীর্থ-সঙ্গম, জীবন ও জগৎকে যিনি দেখিয়াছিলেন ও দেখাইয়াছিলেন ধ্যানপুষ্ট সহানুভূতির দৃষ্টিতে— বিশ্বকবি যাঁহাকে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন সব্যসাচী অর্জুন—সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল ভাস্কর প্রভাতকুমার-কে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রূপায়ণে

অনুভা
মঞ্জু · মায়া
ছায়াদেবী
সুপ্রভা · উষা
ও বকুল ·
বিকাশ নীতীশ
রবি রায়
হরিমোহন
কৃষ্ণধন
সুধাংশু
গোকুল
ও কালী বন্দ্যো